কর্মীদের আচরণবিধি

Staff Code of Conduct

কর্মীদের আচরণবিধি সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত।

অনুমোদনের তারিখ: ৩ জুলাই ২০২০
কার্যকর হবার তারিখ: ৩ জুলাই ২০২০

১. কর্মীদের আচরণবিধির উদ্দেশ্য

সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম- সিপ তার সকল কর্মীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করছে। এই আচরণবিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মীরা যেন বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, মতভিন্নতা ও অঞ্চলগত বৈচিত্র্যের কারণে বৈষম্যের শিকার না হন এবং সবার মাঝে যেন পারস্পারিক মর্যাদা বজায় থাকে। সংস্থার ভেতরে এবং বাইরে স্টেকহোল্ডার, প্রকল্প অংশগ্রহণকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী যেন যৌন নিগ্রহ ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকেন সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান করবে এই আচরণবিধি। এই আচরণবিধির মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মী যে কোনো ধরণের হয়রানি, শোষণ, নিগ্রহ এবং/অথবা অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকবেন। আচরণবিধির কোনো ধরণের ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন হলে (অপরাধের মাত্রা বিবেচনায়) কর্মীর ওপর ছোটাখাট বিভাগীয় শাস্তি থেকে শুরু করে ছাটাই অথবা অন্য যে কোনো গুরুতর শাস্তি অথবা জরিমানার বিধান প্রয়োগ করা হবে।

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন মেয়াদী কর্মসূচি বা প্রকল্পের মান নিশ্চিত করাও এই নীতিমালার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এছাড়াও সিপ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার 'কোড অব কন্ডাক্ট' বিশেষভাবে-

1. Code of for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief,
2. UN's Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse,
3. The Inter-Agency Standing Committee (IASC) Task Force on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in 2002 outlined the six core principles,
4. Start Fund Bangladesh's Mechanism for Accountability to the Affected Population in rapid response (MAAP) guideline, এবং
5. Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) of SPHERE Handbook এ বর্ণিত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে।

২. কর্মীদের আচরণবিধির প্রয়োগ

২.১ কর্মীদের আচরণবিধি সংস্থার সমস্ত প্রকল্প কার্যালয় বা প্রকল্পের শাখা কার্যালয়ের ওপর বলবৎ হবে এবং এই আচরণবিধি মেনে চলবে।
২.২ সংস্থা পরিচালিত যে কোনো প্রকল্পের পাশাপাশি মানবিক সহায়তা প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োজিত থাকবেন যিনি এই আচরণবিধির প্রয়োগ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, রিপোর্টিং এবং বিধির পর্যালোচনার জন্য কাজ করবেন, অথবা সংস্থা প্রয়োজনে ভিন্ন যেকোনো কর্মীকে এ কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন।
২.৩ সংস্থার নির্বাহীগণ এই আচরণবিধির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করবেন।
২.৪ এই আচরণবিধি সংস্থায় নিয়োজিত বেতনভুক্ত অথবা অবৈতনিক কর্মী, নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ, স্থায়ী ও অস্থায়ী কনসালটেন্ট, ভেন্ডর বা সরবরাহকারী, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, অংশীদার সংস্থার কর্মীবৃন্দ প্রত্যেকের ওপর প্রযোজ্য হবে।

৩. কর্মীদের আচরণবিধিতে বর্ণিত পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা

৩.১ কর্মী: 'কর্মী' বলতে সংস্থার সকল পর্যায়ের বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী, কর্মকর্তা, কনসালটেন্ট, উপদেষ্টা, সরবরাহকারী, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্রত্যেককে বুঝাবে।

৩.২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অথবা নির্বাহী পরিচালকের মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত বা অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী যে কোনো কর্মী।

৩.৩ আপিল কর্তৃপক্ষ: 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অথবা নির্বাহী পরিচালক মনোনীত যে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার।

৩.৮ 'সংস্থা' বলতে সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম- সিপ কে বোঝাবে।

৪. কর্মীদের আচরণবিধির মৌলিক বিধিসমূহ

সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ প্রতিটি ইউনিট বা প্রকল্প অফিসসমূহের কর্মীগণ নিচের বিধিসমূহ মেনে চলবেন-

৪.১ শিশুর (১৮ বছরের নিচে প্রত্যেকে শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে) সাথে যে কোনো ধরণের যৌনতা আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে পরিগণিত হবে। স্থানীয় সংস্কৃতিতে যা-ই থাকুক না কেন ১৮ বছরের নিচে যে কোনো ব্যক্তির সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ পারস্পারিক সম্মতির মাধ্যমে হলেও তা শাস্তিযোগ্য। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা ভুল করে শিশুকে ১৮ বছরের বেশি মনে করে যৌন ক্রিয়াকলাপ করা হলেও তা অগ্রহণযোগ্য হবে এবং এই ভুল বা অসতর্কতা কোনোভাবেই শাস্তির মাত্রা কমাবে না।

৪.২ খাদ্য, অর্থ অথবা অন্য যে কোনো সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সুবিধা লাভের যে কোনো প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য।

৪.৩ নিজের অথবা অন্যের জন্য যৌন সেবা সরবরাহের জন্য অথবা সংগ্রহের জন্য শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করা আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।

৪.৪ সংস্থা অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে এমন এলাকা, যৌনকর্মীদের অবস্থানস্থল অথবা পতিতালয়, অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্য অথবা যৌনকর্মীর সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থ বিনিময়, কাজ বা চাকরির সুযোগ দেওয়া অথবা অন্য কোনো জিনিস বা সেবা দেওয়া আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

৪.৫ সংস্থার কর্মী এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অথবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্যর মধ্যে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। প্রকল্প চলাকালীন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য সামাজিক রীতিনীতি মেনে সংস্থার কোনো কর্মীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেও সংস্থা তা নিরুৎসাহিত করবে। সংস্থার কোনো কর্মী মানবিক সহায়তা গ্রহণকারী অথবা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে যৌন সম্পর্ক (সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে কোনোরূপ প্রস্তাব, ইঙ্গিত, প্রেম নিবেদন বা অন্য কোনোভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবেন না।

৪.৬ সংস্থার প্রত্যেক কর্মী তার সহকর্মী অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার কোনো কর্মীর নিকট থেকে যৌন হয়রানি অথবা যৌন নিগ্রহের শিকার হলে বিদ্যমান অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি অনুযায়ী অবশ্যই রিপোর্ট করবেন।

৪.৭ সংস্থার প্রতিটি কর্মী তার কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বা যৌন নিগ্রহ ও শোষন বিরোধী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। সংস্থার নির্বাহীগণ আচরণবিধি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সিস্টেম তৈরি করবেন।

৫. মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে সংস্থার মৌলিক অনুসিদ্ধান্ত

৫.১ মানবিক সহায়তা প্রাপ্তি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার। মানবিক সহায়তা প্রদান কোনোভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট, দলীয় ও রাজনৈতিক হতে পারে না। মানবিক সহায়তার মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা। এই প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি কোনোপ্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জাত, গোত্র, বংশ, বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বৈষম্যমূলকভাবে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত হতে পারে না। অগ্রাধিকার নির্ধারণে কেবল বিপদাপন্নতা, চাহিদা, সংকট অথবা সাহায্যের ঘাটতি বিবেচিত হবে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ এবং স্থানীয় সক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৩ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় অবস্থান থেকে মানবিক সহায়তা বিতরণ ও ব্যবহার করা হবে না। মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে কোনো লুকোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এজেন্ডা থাকবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চাহিদা মেটানো ও দুর্ভোগ লাঘব প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫.৪ কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের বৈদেশিক পলিসির সহায়ক হিসেবে সংস্থার কোনো কর্মসূচি পরিচালিত হবে না। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সংস্থার কোনো কর্মী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনে অথবা রাষ্ট্রের জন্য সংবেদনশীল তথ্য পাচার অথবা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে কোনোভাবেই যুক্ত হতে পারবেন না। এগুলোর বাইরে গবেষণাকাজ পরিচালনার স্বার্থে অথবা সদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য বিদেশি সাহায্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাপূর্বক পাঠানো যেতে পারে।

৫.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসহ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রথার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৫.৬ দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। যেখানে সম্ভব সেখানে, স্থানীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিযুক্ত করা, স্থানীয় পণ্য ক্রয় ও স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রয়- বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। স্থানীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।

৫.৭ দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাউকে যুক্ত করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে। সাড়াপ্রদান কর্মসূচি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কর্মসূচি ডিজাইন, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে যুক্ত করা হবে।

৫.৮ প্রদত্ত মানবিক সহায়তা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা কমাতে সাহায্য করবে। মৌলিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আসন্ন বিপদাপন্নতার ক্ষতি থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। এছাড়াও প্রদত্ত মানবিক সহায়তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে টেকসই জীবনলাভে সাহায্য করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। প্রদত্ত সহায়তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে বাইরের সাহায্যের প্রতি দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরশীল করে না তোলে সেদিকে নজর রাখা হবে।

৫.৯ সিপ যাদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং যেখান থেকে অর্থ ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিপূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে।

৫.১০ সব ধরনের তথ্য প্রচার ও প্রচারণায় দুর্যোগকবলিত মানুষের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে। শুধু আতঙ্ক বা বিপদাপন্নতা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সক্ষমতা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগকেও তুলে ধরা হবে।

৬. কর্মীদের মৌলিক আচরণবিধির সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু অনুসরণীয় বিধি

৬.১ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্যের প্রতি রূঢ়, অসম্মান বা অপমানসূচক ভাষায় কথা বলা যাবে না।
৬.২ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিশেষ কোনো সদস্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া বা উপেক্ষা করা যাবে না।
৬.৩ অসত্য আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬.৪ অভিবাদন ব্যতীত শারীরিক স্পর্শ করে (গ্রহণযোগ্য হলেও) কথা বলা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকতে হবে। যেমন- মাথায় হাত বুলানো, দৃষ্টিকটুভাবে করমর্দন, ঘাড়ে হাত দিয়ে কথা বলা, ইত্যাদি।
৬.৫ সবাইকে ‘ আপনি’ সম্বোধন করে কথা বলতে হবে।

৭. কর্মীদের পারস্পারিক মর্যাদার সুরক্ষায় অনুসরণীয় বিধিসমূহ

৭.১ শারীরিকভাবে অথবা কথার মাধ্যমে যে কোনো রকমের উত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭.২ সংস্থার কর্মীরা একে অন্যের সংস্কৃতি, ভাষা, আঞ্চলিকতা, পূর্বপুরুষ, শারীরিক গঠন, বর্ণ, ধর্ম বা মতভিন্নতার কারণে অপমানজনক কৌতুক, হাসি- তামাশা, ঠাট্টা- বিদ্রুপ করতে পারবেন না।

৭.৩ আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার, হুমকি প্রদান অথবা হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে কর্মীরা বিরত থাকবেন।

৭.৪ সংস্থার কর্মীরা একে অপরের পারস্পারিক মর্যাদা সুরক্ষায় সচেতন থাকবেন। এমন কোনো কথা, কাজ বা আচরণ করা থেকে কর্মীরা বিরত থাকবেন যেন অপরের সম্মানহানী না হয়। সিনিয়র- জুনিয়র নির্বিশেষে সকল কর্মী পূর্বপরিচিতি, হৃদ্যতা ও পারস্পারিক সম্মতি সাপেক্ষে একে অপরকে সম্বোধন করতে পারবেন।

৭.৫ সংস্থার কর্মীরা একে অপরকে অসম্মানজনক নামে ডাকা, নাম বিকৃতি অথবা বিকৃত উচ্চারণে ডাকা থেকে বিরত থাকবেন।

৭.৮ অশ্লীল আচরণ, ইঙ্গিত, কথাবার্তা, মেসেজ বা ইমেইল অথবা অন্য যে কোনো মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য আচরণ যৌন হয়রানির আওতায় পড়বে। এক্ষেত্রে যৌন হয়রানির জন্য প্রযোজ্য শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

৭.৯ কোনো কর্মী অন্য কর্মীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে যৌন হয়রানির মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করলে অথবা তদন্তে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়া গেলে অসত্য অভিযোগকারীও শাস্তির মুখোমুখি হবেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য হলে ব্যক্তি যে শাস্তি পেতেন অভিযোগ অসত্য হলে মিথ্যা অভিযোগকারীরও ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তি হবে।

৮. আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি, এবং আচরণবিধি মানতে অবহেলায় শাস্তির বিধান

৮.১ কোনো ব্যক্তি এই আচরণবিধিতে বর্ণিত কোনো বিধি লঙ্ঘন করলে ঘটনা সংঘটের ৭ দিনের মধ্যে পর্যাপ্ত তথ্য- প্রমাণসহ লিখিত বা মৌখিকভাবে সংস্থার আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারবেন।

৮.২ আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসংঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

৮.৩ আপিল কর্তৃপক্ষ কোনো অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যথা- সংশ্লিষ্টদের শুনানী গ্রহণ, অভিযোগে উল্লিখিত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা, অভিযোগের সাথে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকলে সকলের শুনানী গ্রহণ।

৮.৪ অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ- তদন্তের ফলাফল জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন। অথবা তার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে অভিযোগটি খারিজ করতে পারবেন।

৮.৫ আপিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৮.৬ আপিল কর্তৃপক্ষের প্রধান হবেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক। তিনি তার মনোনীত যেকোনো দুজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। সংস্থার জেন্ডার ফোকাল এই কমিটির পদাধিকারবলে সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। কমিটি কর্মপরিধি নির্ধারণ, দায়িত্ব বন্টন, তদন্ত পরিচালনা, রিপোর্টিং, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যুক্ত থাকবে। যদি কমিটির সদস্যদের কারও প্রতি আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে সংস্থার নির্বাহী পরিষদ আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

৯. আপিল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা

ক্রম	ইউনিট/দপ্তর	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবি	মোবাইল ও ইমেইল	ঠিকানা
১	প্রধান কার্যালয়	মো. ফজলুল হক চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক	seepchildrights@yahoo.com	মিরপুর

ক্রম	ইউনিট/দপ্তর	জেন্ডার ফোকাল নাম ও পদবি	মোবাইল ও ইমেইল	ঠিকানা
১	প্রয়াস- ২ প্রকল্প	সাইফুল বাশার	seepchildrights@yahoo.com	মিরপুর

১২. পরিশিষ্টসমূহ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র

IASC suggested Staff Code of Conduct in terms of PSEA; available at-

https://reliefweb.int/report/world/protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-inter-agency-cooperation-community-based

Sphere Handbook 2018 is available at -

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf

The Code of for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief-

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf

SPHERE হ্যান্ডবুক পাওয়া যাবে নিচের লিংকে-

https://www.spherestandards.org/handbook/editions/

কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বইটি ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ভিজিট করুন-

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ প্রণীত মেকানিজম অব অ্যাকাউন্টিবিলিটি টু অ্যাফেকটেড কমিউনিটি (ম্যাপ) রিপোর্ট ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ভিজিট করুন-

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/maap_report_updated_26_february.pdf

Protection against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) of AVI that is available at -

https://www.australianvolunteers.com/assets/Uploads/ResourceFiles/09c9a5056f/Prevention-of-Sexual-Exploitaton-and-Abuse-PSEA-Policy-FINAL-September-2018.pdf

(স্বাক্ষর)
নির্বাহী পরিচালক
সিপ

সমাপ্ত।